অ্যান্থ্রাক্স রোগের চিকিৎসা :

পশুর ক্ষেত্রে :

প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিগুণ মাত্রার পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। অতি তীব্র ক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসার সুযোগ থাকে না।

মানুষের ক্ষেত্রে :

ত্বকের অ্যান্থ্রাক্স সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অসুখ। তবে সময়মত চিকিৎসা না করালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সকল সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

অ্যান্থ্রাক্স রোগ থেকে বাচাঁর উপায় :

বাংলাদেশে মানুষের অ্যান্থ্রাক্স রোগের কোন টিকা নেই। শুধুমাত্র সচেতনতাই মানুষকে এ রোগ থেকে বাঁচাতে পারে।

গবাদিপশুকে রক্ষা করতে করণীয় :

- পশু-খাদ্য ভাল করে ধুয়ে খাওয়াতে হবে;
- এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ষার শুরুতেই সকল পশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে;
- রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে অসুস্থ পশু হতে আলাদা রাখতে হবে;
- নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- কোন ক্রমেই অসুস্থ পশু জবাই ও কাটাকাটি করা যাবে না;
- অসুস্থ পশুর মাংস খাওয়া, বিতরণ ও ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে না;
- অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে আসা সুস্থ পশুগুলোকে টিকা প্রদান করতে হবে অথবা ৪/৫ দিন কার্যকরী এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করে ১০/১২ দিন পর টিকা দিতে হবে;
- আক্রান্ত এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল সুস্থ গবাদি-পশুকে তড়কা রোগের টিকা দিতে হবে।

কোন পশু মারা গেলে তাকে নিম্নলিখিত উপায়ে সৎকার করতে হবে :

- কোন অবস্থাতেই মৃত পশুকে যেখানে/সেখানে ফেলে কিংবা নদীতে ভাসিয়ে বা মুচিকে চামড়া ছাড়াতে দেয়া যাবে না;
- মৃত পশুকে মাটিতে কমপক্ষে ৬ ফুট গভীর গর্ত করে চুন ছিটিয়ে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে;

- মৃতদেহ সম্ভব হলে মৃত্যুবরণের জায়গাতেই সৎকার করা উচিত তা না হলে মৃত পশুর দেহের সব স্বাভাবিক ছিদ্রপথ (মুখ, নাক, পায়ু ও যোনিদ্বার) তুলা, কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ করার পর স্থানান্তর করতে হবে;
- পাথর ও কাটাযুক্ত জিনিস ব্যবহার করে জায়গাটি ঢেকে দিতে হবে যাতে শেয়াল বা কুকুর তা খুড়ে বের করতে না পারে;
- অসুস্থ পশুর সকল মলমূত্র, রক্ত ও বিছানাপত্র একই গর্তে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে দিতে হবে;
- আক্রান্ত স্থান ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;

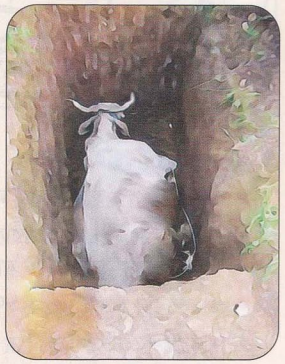

- সঠিক ভাবে মৃত পশুর দেহ পুঁতে ফেলার নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

কারিগরি সহযোগিতায় :
Preventing Anthrax and Rabies in Bangladesh by Enhancing Surveillance and Response Project (PARB)
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০২০ খ্রি:
প্রকাশ সংখ্যা : ২৫,০০০ কপি
প্রকাশনা স্বত্ব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
প্রকাশক : উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
ফোন : ৯৫৮২১৬২, ফ্যাক্স : ৯৫৫৬৭৫৭
ই-মেইল : flidmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.flid.gov.bd
মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ, পল্টন, ঢাকা-১০০০

তড়কা বা অ্যান্থ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

তড়কা বা অ্যান্থ্রাক্স রোগ কি?

তড়কা বা অ্যান্থ্রাক্স গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যায়। এ রোগটি ডাকমিনা, ধাস ও ধড়াস নামেও পরিচিত। সাধারণত ক্ষুরাযুক্ত প্রাণী যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। গবাদিপশুতে এ রোগের মৃত্যুর হার শত ভাগ। আক্রান্ত বা মৃত পশুর সংস্পর্শে এলে মানুষেরও অ্যান্থ্রাক্স হতে পারে। এ রোগের জীবাণু মাটিতে প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্ত অবস্থায় 'স্পোর' নামক এক প্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশে সক্রিয় হয়ে গবাদিপশুকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই একবার কোথাও এ রোগ দেখা দিলে পরবর্তীতে বারবার সে এলাকায় এ রোগ দেখা দিতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল :

নিম্ন জলাভূমি, নদীর পাড় ও উপকূলীয় অঞ্চলেই এ রোগের প্রাদূর্ভাব বেশী। আমাদের দেশে সাধারণত সিরাজগঞ্জ, মেহেরপুর, পাবনা, রাজবাড়ি, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় এ রোগটির প্রাদূর্ভাব বেশী।

ঝুঁকিপূর্ণ সময়কাল :

- গ্রীষ্মের শুরু থেকে বর্ষাকাল (মার্চ-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত;
- খরা মৌসুমের পরে হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে;
- বন্যার পর পর।

মানুষ ও পশুতে অ্যান্থ্রাক্স কিভাবে ছড়ায়?

পশুর ক্ষেত্রে :

১. সংক্রমিত পশু-খাদ্য যেমন- ঘাস, কচুরিপানা ইত্যাদি খাওয়ার মাধ্যমে;

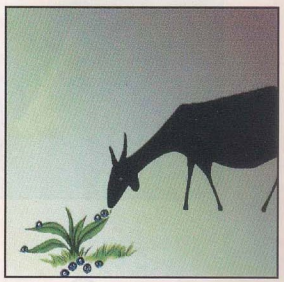

২. অ্যান্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত মৃত পশুকে খোলা স্থানে ফেলে রাখলে শকুন, কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি শবাহারী প্রাণির মাধ্যমে;

৩. কখনো কখনো মাছির মাধ্যমে;

৪. অ্যান্থ্রাক্স আক্রান্ত মৃত পশু পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গেলে হাড় থেকেও এ রোগ ছড়াতে পারে।

মানুষের ক্ষেত্রে :

১. আক্রান্ত বা মৃত পশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া, পশম বা নাড়িভুঁড়ির সংস্পর্শের মাধ্যমে;

২. আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়ার মাধ্যমে;

৩. পশুর চামড়া এবং অন্যান্য উপজাত (হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে।

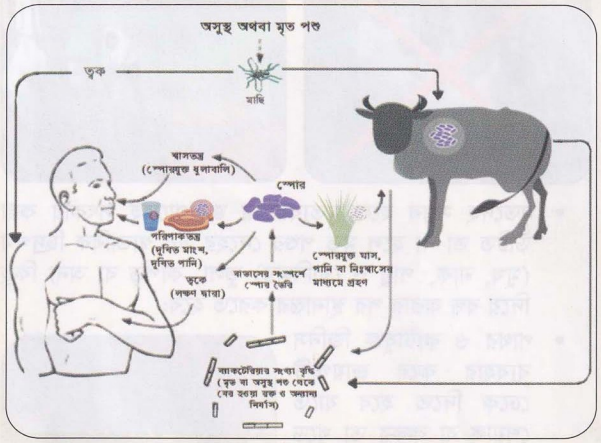

পশুতে অ্যান্থ্রাক্সের লক্ষণ :

- আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যেতে পারে;
- নাক, মুখ ও পায়ুসহ শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে রক্তক্ষরণ এবং বের হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা;
- প্রচন্ড জ্বর (প্রায় ৪০-৪২° সে./১০৪-১০৭° ফা:);
- শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া;
- জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া;
- মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা;
- মাংস পেশীর কম্পন;
- প্রাথমিকভাবে অস্তিরতা বা উত্তেজনা কাজ করলেও পরবর্তীতে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া;
- শ্বাসকষ্ট ও দাঁত কটকট করা;
- তালহীনভাবে চলা;
- খিঁচুনি ও কাঁপুনি;
- সাধারণত ২-২৪ ঘন্টার ভেতর মারা যাওয়া;
- এক দিনের বেশি বেঁচে থাকলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় (জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি) পানি জমে যাওয়া।

পশুর দেহে মৃত্যুর পরবর্তী লক্ষণ :

মৃত পশুর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে, নাক, মুখ, প্রসাব ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হয়। মৃতদেহ শক্ত হয় না (রাইগর মর্টিস হয় না) এবং অতি তাড়াতাড়ি পচন শুরু হয়।

মানুষে অ্যান্থাক্সের লক্ষণ :

মানুষে অ্যান্থ্রাক্স রোগটি সাধারণত তিনটি রূপে দেখা যায়। যথা ত্বকের অ্যান্থ্রাক্স, পরিপাকতন্ত্রের অ্যান্থ্রাক্স ও শ্বাসতন্ত্রের অ্যান্থ্রাক্স। এর মধ্যে ত্বকের অ্যান্থ্রাক্স-ই বেশি দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসার ৩-১০ দিনের মধ্যে এ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ত্বকের অ্যান্থ্রাক্স-এর সাধারণ লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

- প্রথমে চামড়ায় লালচে দাগ হয়, আক্রান্ত স্থান চুলকায় ও ফুলে উঠে;
- পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থানে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারের ফোসকা উঠে;
- ফোসকার মাঝখানে পচনের মত কালচে দাগ হয়ে ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্টি হয়;
- সাধারণত জ্বর থাকে না।